আমিও খুব আশাবাদী ছিলাম অণাভর বিষয়ে

ধীরেন বসু

খুব খারাপ লাগছে অণাভর স্মৃতিতে কিছু লেখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার আলাপ বা পরিচয় বহুদিনের। সেই তখন থেকে যখন ও সবে আবৃত্তি আরম্ভ করেছে। আরও পরিচয় এই জন্য যে আমি নজলের গানের সুবাদে কাজী সাহেবের বাড়ীতে খুব যাতায়াত করতাম। তাঁর দুই পুত্র সব্যসাচী ও অনিদ্ধ আমার খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। নানান দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। হঠাৎ একদিন এক ইয়ং ছেলে খুব ঘোরাঘুরি করছে ওঁর বাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সানিদা। সে আজ থেকে বহুদিন আগেকার কথা। বছর ত্রিশ তো হবেই। যতই হোক সব্যসাচী আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন, অনিদ্ধর বন্ধু ছিলাম বলে দাদা বলে ডাকতাম। সব্যসাচীর কাছে দেখতাম ছেলেটি আবৃত্তি শিখতে আসতো। গলাটাও ছিল ভীষণ ভাল। আর এই গলাটা ভাল ছিল বলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বেশ পরিচিতি পেতে আরম্ভ করল। আর সব্যসাচীও ওকে সঙ্গে করে অনেক জায়গায় নিয়ে যেতে লাগল। অনেক জায়গায় হয়ত উনি যেতে পারছেন না তাই ওকে একাই পাঠিয়ে দিত। এই করতে করতে ছেলেটি পুরো দস্তুর আবৃত্তির জগতে চলে এল। আর এভাবেই আবৃত্তিতে ওর প্রসার ও প্রচার হয়ে গেল। অনেক শিল্পী হৈ চৈ ফেলে দিল। Practically আবৃত্তিটা Popular করেছেন কাজী সব্যসাচী, এতে কোন সন্দেহ নেই। অগে কখনও মাঠে, ঘাটে, পূজো প্যান্ডেলে মাইকে আবৃত্তি করতে দেখিনি। মনে পড়ে সব্যসাচীর বিদ্রোহী প্রকাশের পর থেকে পূজো প্যান্ডেলে বাজে গানের ক্যাসেটের মত। পরবর্তী কালে অবশ্য অণাভর অবদান কম নয়। মাঠে-ঘাটে অণাভ আবৃত্তির প্রোগ্রাম করেছে। এক সাথে কত জায়গায় গেছি এফ. এম. - এর প্রোগ্রাম করতে। অণাভকে একটা ভার দেওয়া হ'ল মনে আছে। এফ.এম. ফোন কল প্রোগ্রামেও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল, বিভিন্ন গান বাজিয়ে আগ্রহ বাড়াতে লাগল রেগুলার। সুতরাং কি ওর সম্বন্ধে লিখবো। লিখলে তো অনেক কিছু লিখতে হয়। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবতে পারিনি। আর একটা কথা, ইদানিং ও আবৃত্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর। তখনতো কপি রাইটের বাধা ছিল। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তার ক্যাসেটে ডাকঘর, কাবুলিওয়ালা এত ভালো করেছিল যে ওরা মানে ঝিভারতী কিছু বলতে পারেনি। ঠিক এমন পর্যায়েই চলে গিয়েছিল অণাভ। সুতরাং এরকম একজন তণ প্রতিভাশালী আবৃত্তিকার যে এমন অকালে চলে যাবে বিশ্বাস করতে পারিনা। একটা কথা বলব encouraging - নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা কত ফাংশানে যে অংশ নিত, এভাবে অকালে বাসের মধ্যে ওর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পাবো কল্পনা করতে পারিনি। ঠিক বোঝাতে পারব না কতটা দুঃখ পেয়েছি সবাইকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য। আসলে অণাভর এই আকস্মিক চলে যাওয়াতে আমরা একটা ভাল কণ্ঠের ভাল আবৃত্তিকারকে হারালাম নিঃসন্দেহে। আবৃত্তি অনেকেই করছেন বা করেন - ভালই করেন হয়তো। তবে সকলের কণ্ঠ তো আর অণাভর মত নয়। কণ্ঠ একটা বিরাট ব্যাপার - কি গানে, কি আবৃত্তিতে। সব্যসাচী আজও অমর হয়ে আছেন কেন? তাতো ওঁর কণ্ঠের জন্যই। তাঁর হয়তো টেকনিক্যাল কিছু ভুলও ছিল আবৃত্তির মধ্যে। আবৃত্তিকাররা যাঁরা আবৃত্তি নিয়ে খুব পড়াশুনো করেন তাঁদের মুখে শুনেছি -- সব্যসাচীর আবৃত্তির টেকনিক্যাল ত্রুটি। যেমন কতগুলো জায়গায় উচচারণে যেখানে জোর দেবার কথা নয় সেখানেও সব্যসাচী জোর দিতেন। এরকম সব শুনেছি। কেউ অবশ্য নিন্দে করতেন, আলোচনার মধ্যে শুধু বলা যেত। কিন্তু আজ তিনি অমর হয়ে অছেন। তাঁর মত রেকর্ড পরিমাণ ক্যাসেট বিক্রি অন্যকোন শিল্পীরই হয়নি। একমাত্র কণ্ঠের জন্যই তো! যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সংগীতের ব্যাকরণ কোনও কোনওটা জানতেন,

আবার কোনওটা জানতেন না। কিন্তু সারা দেশ কাঁপিয়ে দিয়েছেন। বড় বড় শিল্পীরা তাঁর তারিফ করতেন। মেহেন্দি হাসান পাকিস্থানের অতবড় গজল গাইয়ে ওস্তাদ - তিনিও দেখা করার জন্যে ওঁনার বাড়িতে গেছিলেন মারা যাবার কদিন আগেও। কেন? ঐ কণ্ঠ! অ আ ক খ বললেও মনে হবে অপূর্ব। ঠিক তেমনি অণাভর কণ্ঠটিও ছিল অপূর্ব এবং অতুলনীয় উচ্চারণ। এছাড়া ছিল অসাধারণ স্বর প্রক্ষেপণ ক্ষমতা। মাইক নেবার ক্ষমতাও ছিল দাণ। সুতরাং অণাভর মত শিল্পী আরও অনেক কিছু দিতে পারতো বেঁচে থাকলে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আশাবাদী ছিলাম ওর বিষয়ে। ও এই ঈর্ষার শিকার হয়েছিল আর কি।

অণাভ আজ নেই। অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বলছি যে আমি দুঃখ পেয়েছি এবং তার পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। ওর পরিবারের সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয়। দিগন্তবলয় পত্রিকা ওর সম্পর্কে যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছে - সেজন্য আপনাদের আমি সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com